দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

*ঝিনাইদহ ঃ সোয়াইবনগর সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ স্কুল পড়ুয়া ছেলেসহ মাঠে 'কামলা' দিচ্ছেন। —সংবাদ*

## ঝিনাইদহে একটি মাদ্রাসার হাল

# অধ্যক্ষ 'কামলা' দিচ্ছেন

ঝিনাইদহ, ১৪ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সোয়াইবনগর সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এখন স্কুল পড়ুয়া ছেলেসহ 'কামলা' দিচ্ছেন। থানা নির্বাহী অফিসার বৈধ গভর্নিং বডি বাতিল করে অবৈধভাবে এডহক কমিটি গঠন এবং অধ্যক্ষকে পুনর্বহালের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ কার্যকর না করায় মাদ্রাসাটির সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার সোয়াইবনগর সিনিয়র মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর অবাঙালী বিহারীদের ফেলে যাওয়া বেশ কিছু সম্পত্তি মাদ্রাসাটির দখলে আসে। একটি প্রভাবশালী মহল এসব সম্পত্তি দখলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়েও অধ্যক্ষের কারণে ব্যর্থ হয়। সম্প্রতি স্থানীয় জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি মাদ্রাসাটি নিজের বাবার নামে করার জন্য উঠে–পড়ে লাগেন। এ ব্যাপারেও অধ্যক্ষ বাধা হয়ে দাঁড়ান। ক্ষুব্ধ এই মহলটি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়ে প্রশাসনের সাথে হাত মেলান এবং অধ্যক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করান। মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি কালীগঞ্জ থানা নির্বাহী অফিসার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত গভর্নিংবডি জিবি ভেঙ্গে দেন এবং নিজের পছন্দসই ব্যক্তিদের নিয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করেন। এই এডহক কমিটি বিভিন্ন মনগড়া অভিযোগ এনে গত ১–১১–৯২ তারিখে অধ্যক্ষ শামসুল ইসলামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন।

অধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম বিষয়টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এডহক কমিটি বাতিল করে অনুমোদিত জিবি'র মাধ্যমে মাদ্রাসা পরিচালনা এবং অধ্যক্ষ শামসুল ইসলামকে পুনর্বহাল করে বকেয়া বেতন–ভাতাদি পরিশোধের নির্দেশ দেন। কিন্তু মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি এবং থানা নির্বাহী অফিসার মাদ্রাসা বোর্ডের এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন।

মাদ্রাসা বোর্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও অধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম চাকরি ফিরে পাননি। অর্থাভাবে ছেলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে, ছেলেসহ তিনি দিনমজুরি করে সংসার চালাচ্ছেন। বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করে অধ্যক্ষ শামসুল ইসলামকে চাকরি না দেওয়ায় এবং অবৈধ এডহক কমিটি দিয়ে মাদ্রাসা পরিচালনা করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা–পরিচালককে মাদ্রাসাটির সরকারী অনুদান স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন।